'মুজিব বর্ষের আহবান
দক্ষ হয়ে বিদেশ যান'

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
৮৯/২ কাকরাইল, ঢাকা।
প্রশাসন (অর্থ ও আইটি) শাখা।
www.bmet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৪৯.০১.০০০০.০০২.২০.০০১.১৪(অংশ-১).৫৮৫ তারিখ :২৮/০৩/২০২০খ্রিঃ।

বিষয় : **জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন ২০২০-২১ প্রণয়নের জন্য তথ্য উপাত্ত প্রেরণ।**

সূত্র : ১। প্রকবৈকম এর স্মারক নং- :৪৯.০১.০০০০.০৬১.২০.০১১.১৬(অংশ-১).৬৭৭৬; তারিখ :৩.৩.২০২০খ্রিঃ।
২। অর্থ বিভাগের পত্র নং:০৭.০০.০০০০.১০৯.২০.০০১.২০.২৮, তারিখ :২৩.২.২০২০খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে মহান জাতীয় সংসদে বাজেট উপস্থাপনের পাশাপাশি জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনে অর্ন্তভূক্ত করার জন্য বিএমইটির জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন ২০২০-২১ প্রস্তুত করা হয়েছে।

২। এমতাবস্থায়, জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন ২০২০-২১ পরবর্তী কার্যার্থে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

২৮/৩/২০২০

(মোঃ শামছুল আলম)
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
ফোন : ০২-৯৩৪৯৯২৫ অফিস)
e-mail:dg@bmet.gov.bd

সচিব
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়,
প্রবাসী কল্যাণ ভবন,
৭১-৭২, পুরাতন এ্যালিফ্যান্ট রোড,
ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণ: জনাব খান শাহানুর আলম,
সহকারী সচিব (বাজেট)।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন ২০২০-২১ প্রণয়নে তথ্যাদি:

১.০ ভূমিকা

১.১ প্রবাসী বাংলাদেশীদের সামগ্রিক কল্যাণ ও সুযোগের সমতা নিশ্চিতকরণ, বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করে বেকারত্ব হ্রাসের মাধ্যমে দেশের জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়ন, নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধানপূর্বক শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি এবং রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতি, আইন ও বিধি প্রণয়ন করে থাকে। এছাড়া এ মন্ত্রণালয় অভিবাসী কর্মীদের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ, হয়রানী রোধ, কর্মক্ষম জনশক্তিকে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান, নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান, বৈদেশিক কর্মসংস্থান ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধন এবং নিরাপদ অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টিসহ প্রবাসীদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে নানামুখী উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করে আসছে। এ মন্ত্রণালয় সম্প্রতি "প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি -২০১৬", বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী বিধিমালা-২০১৭ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (রিক্রুটিং এজেন্ট লাইসেন্স ও আচরণ) বিধিমালা, ২০১৯ প্রণয়ন করেছে, যা শ্রম অভিবাসনের ক্ষেত্রে একটি সামগ্রিক নীতি-কাঠামো প্রদান করবে, যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল অভিবাসী শ্রমিককে সুরক্ষা প্রদান করা।

১.২ প্রতিষ্ঠার পর হতেই এ মন্ত্রণালয় বৈদেশিক কর্মসংস্থানের বিষয়টি নিয়মিত পরিবীক্ষণ করছে এবং অধিকতর সহনীয় কর্মসংস্থান (decent job) সৃষ্টি এবং সামগ্রিক কল্যাণ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের বিভিন্নমুখী কর্মতৎপরতার কারণে বর্তমানে বিশ্বের ১৭৪ টি দেশে ১ কেটি ২৯ লক্ষের অধিক বাংলাদেশী কর্মীর কর্মসংস্থান হয়েছে। দেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশের বৈদেশিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হওয়ায় দেশের আমদানী ব্যয় মিটানো, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিসহ দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রবাসী কর্মীগণ দেশে রেমিট্যান্স হিসেবে ১৬.৪২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রেরণ করেছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ১২.৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স হিসেবে পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য ২০১৯-২০ অর্থ বছরে রেমিট্যান্স এর উপর ২% হারে প্রনোদণা প্রদান করায় ২০১৯-২০ অর্থ বছরে আশানুরূপ রেমিট্যান্স পাওয়া যাবে। শ্রমবাজার সম্প্রসারণের ফলে বিগত বছরসমূহে গড়ে প্রায় ৫-৬ লক্ষ কর্মী কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশ গমন করছে। বিদেশগামী কর্মীদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হলো নারী কর্মী। বিগত ২০১৯ সালে ৭,০০,১৫৯ জন কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান হয়েছে যার মধ্যে ১,০৪,৭৮৬ জন নারী কর্মী। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক নারী কর্মীদের বিদেশ গমন নিরাপদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করার ফলে বিদেশগামী নারী কর্মী গমনের হার ২০১৫-২০১৬ সালে ১৮.৫৭%, ২০১৬-২০১৭ সালে ১২.৪৮%, ২০১৭-২০১৮ সালে ১৬.১৫% এবং ২০১৮-২০১৯ সালে ১৬.৩৯% এ উন্নীত হয়েছে।

২.০ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্যাবলি

- প্রবাসী কর্মীদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ ও তাদের অধিকার সংরক্ষণ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখা;
- বিদ্যমান শ্রম বাজার সুসংহতকরণ, নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান ও সম্প্রসারণ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান ব্যবস্থাপনা;
- বৈদেশিক শ্রম বাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে সমন্বিত প্রশিক্ষণ পরিচালনা ও সার্বিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে সময়োপযোগীকরণ;
- প্রবাসী বাংলাদেশিদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণসহ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল হতে মৃত কর্মীর মরদেহ দেশে আনয়ন ও দাফন সংক্রান্ত কার্যবলিসহ তার পরিবার ও বিপদগ্রস্ত প্রবাসী কর্মীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান ও তদারকি এবং প্রবাসী কর্মীদের সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান ও অন্যান্য কল্যাণমূলক কাজ;
- অভিবাসন সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থা, অন্যান্য দেশের সরকার ও সংস্থার সাথে কর্মী প্রেরণ ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর;
- প্রবাসীদের বিশেষ নাগরিক সুবিধা প্রদান ও বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (সিআইপি) নির্বাচন।

দিলীপ কুমার রায়
সহকারী পরিচালক

মোঃ রেজওয়ানুল হক চৌধুরী
উপ-পরিচালক

মোহাম্মদ আতাউর রহমান
অতিরিক্ত সচিব
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ঢাকা

৩.নারীর অগ্রগতি ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা:

৩.১ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং নারী উন্নয়নে প্রভাব :

- বিদেশে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিদেশের শ্রম বাজারের চাহিদানুযায়ী দক্ষ ও কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন জনশক্তি সৃষ্টিঃ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশসহ হংকং-এ মহিলা গৃহকর্মীদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে মহিলাদের বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মহিলাদের বিনা পারিশ্রমিকে পারিবারিক শ্রম অথবা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শ্রমের পরিবর্তে পারিশ্রমিক খাতের শ্রমে নিয়োজিত করার মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিদেশ গমনেচ্ছু নারী কর্মীদের হাউস কিপিং, ভাষা শিক্ষাসহ অন্যান্য ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। জেলা পর্যায়ে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) ও জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসের সমন্বয়ে গঠিত বাছাই কমিটির মাধ্যমে নারী কর্মীদের নির্বাচন করে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, বিদেশগামী নারী কর্মীদের জন্য ৩০ দিনের প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

- বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধিঃ বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধি সরাসরি দারিদ্র্য নিরসনে ভূমিকা রাখে। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে একজন যুবক/যুব মহিলা সরাসরি নিজে এবং তার পরিবার আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হন, যা দারিদ্র নিরসনে সহায়ক ভূমিকা রাখে। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের হার বৃদ্ধির ফলে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে নারীদের কর্মসংস্থানও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ফলে তারা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে। এতে পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণসহ তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সামাজিকভাবেও তাদের অবস্থান সুদৃঢ় হচ্ছে।

- প্রবাসী ও বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণঃ প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণ নিশ্চিত করা গেলে তারা অধিক মনোযোগের সাথে নিজেকে কর্মে নিয়োজিত করতে সক্ষম হবে। ফলে তাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং অধিক আয় করতে সক্ষম হবে। নারী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের কল্যাণ সাধনে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করায় অধিক হারে নারী কর্মী বিদেশ গমনে উৎসাহিত হচ্ছে, যা নারী উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব রাখছে।

- রেমিট্যান্সের প্রবাহ বৃদ্ধিঃ বৈধ উপায়ে প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স দেশের অর্থনীতের মূলধারায় সম্পৃক্ত হওয়ায় এক দিকে যেমন দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি পাচ্ছে, অপর দিকে বৈদেশিক সাহয্যের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পাচ্ছে। বিগত ৩ বছরে ৩,২৮,৪০৬ জন নারী শ্রমিকের বিদেশে কর্মসংস্থান হয়েছে। দরিদ্র মহিলাদের কারিগরি, বৃত্তিমূলক ও আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ তাদেরকে কর্মক্ষম ও অধিক উপার্জনশীল করে তুলেছে। প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স এবং আয়বর্ধক ও লাভজনক বিনিয়োগ নিশ্চিতকরণের জন্য "প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক" স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমেও প্রবাসী নারী কর্মীরা তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নে সুযোগ গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছে।

৩.২ নারীর অধিকার সংরক্ষণ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি নিম্নরূপঃ

- আন্তর্জাতিক শ্রম বাজার ধরে রাখা ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দেশের চাহিদার সাথে সঙ্গাতি রেখে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;

- বাংলাদেশের সকল অঞ্চল থেকে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বিদেশে গমনেচ্ছু যে কোন নাগরিককে যুক্তিসঙ্গাত ব্যয়ে দীর্ঘ ও স্বল্প মেয়াদে অভিবাসনের নিয়মিত সুযোগ নিশ্চিতকরণ;

দিলীপ কুমার রায়
সহকারী পরিচালক

মোঃ রেজওয়ানুল হক চৌধুরী
উপ-পরিচালক

মোহাম্মদ আতাউর রহমান
যুগ্ম-সচিব
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ঢাকা।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে সকল অভিবাসী কর্মীদের অধিকার, মর্যাদা রক্ষা করা বিশেষ করে নারী কর্মীদের নিরাপত্তা রক্ষায় সর্বতোভাবে নিষ্ঠাবান থাকে, বিদ্যমান শ্রম বাজার ধরে রাখাসহ নতুন শ্রম বাজার অন্বেষণের লক্ষ্যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার সময় নারী কর্মীদের জন্য নিরাপত্তা বিধানের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা;

- দক্ষ ও আধা-দক্ষ অভিবাসী কর্মীর কর্মসংস্থানের পাশাপাশি বিভিন্ন পেশাজীবীদের (গৃহকর্মী, গার্ডেনার, নার্স) অভিবাসনের সুযোগ বৃদ্ধিকরণ, অভিবাসীদের কল্যাণের জন্য ওয়েজ আর্নার্স ওয়েল ফেয়ার ফান্ডের অর্থায়নে বিভিন্ন কার্যক্রম ও প্রকল্প বাস্তবায়ন;

- বিদেশে কর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে বিশেষ করে কর্মসংস্থানের নতুন বাজার উন্মোচন, অধিক সংখ্যায় দক্ষ কর্মী নিয়োগ, দক্ষ নারী কর্মী প্রেরণ, কম খরচে ও ভাল বেতনের চাহিদা পত্র সংগ্রহকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী রিক্রুটিং এজেন্সীকে সম্মাননা প্রদান;

- প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে বিদেশ গমনেচ্ছু নারী শ্রমিকসহ সকলের জন্য সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা প্রদান;

- বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রেরণে উৎসাহ প্রদান এবং রেমিট্যান্সের যথাযথ ব্যবহার ও আয়বর্ধক বিনিয়োগে কর্মী ও পরিবারকে সহযোগিতা প্রদান, প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনঃএকত্রিকরণ প্রক্রিয়ায় সহায়তা প্রদান। এর ফলে পরিবারে নারীর কর্মসংস্থান ও উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি হবে, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রচেষ্টা গ্রহণের ফলে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় হবে এবং একই সাথে জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটবে।

৩.৩ নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রম:

- মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে নিরাপদে নারী কর্মী প্রেরণের পথ সুগম করা হয়েছে। গৃহকর্মী হিসেবে গমনেচ্ছুদের বহির্গমনের পূর্বে ৩০ কর্মদিবসের প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রশিক্ষণে হাউজকিপিং ছাড়া সংশ্লিষ্ট দেশের সংস্কৃতি ও সামাজিক রীতি-নীতি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা ও প্রাসঙ্গিক তথ্য অবহিত করা হয়। এতে নারী কর্মীরা নিজেদের সুরক্ষার বিষয়টি আত্মস্থ করতে সক্ষম হয় এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে বিদেশে নিজেদের কর্মে নিয়োজিত করতে সক্ষম হয়।

- বিদ্যমান ও নতুন ৫৩টি দেশের শ্রম বাজারের Diversified Sector সমূহের চাহিদা নিরুপন এবং যাচিত Sector সমূহের জন্য ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালুকরণ ও বিদ্যমান Skil gap চিহ্নিত করে তা উত্তরণের লক্ষ্যে বেসরকারী গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হযেছে। ইতোমধ্যে গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে এবং দাখিলকৃত প্রতিবেদনে উল্লিখিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিএমইটি হতে Action Plan প্রস্তুতপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

- দেশে এবং বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে নারী কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন রাজস্ব খাতে ৬৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) ও ৬টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজী স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া ৪০টি উপজেলায় ৪০টি টিটিসি স্থাপনের কার্যক্রম প্রায় শেষ পর্যায়ে। উক্ত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে পুরুষ কর্মীদের পাশাপাশি নারী কর্মীদের জন্য বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হবে, যা নারী কর্মীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ নারী উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

- মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে হাউজকিপিং কাজে দক্ষ মহিলা কর্মীর ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার সহায়তায় উক্ত বিষয়ের উপর কোর্স কারিকুল্যাম তৈরি করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

দিলীপ কুমার রায়
সহকারী পরিচালক

মোঃ রেজওয়ানুল হক চৌধুরী
উপ-পরিচালক

[illegible] উর রহমান
যুগ্মসচিব
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

এর ফলে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে দক্ষ মহিলা গৃহকর্মী প্রেরণের সুযোগ উন্মোচিত হয়েছে। এ ছাড়াও বিদেশী নিয়োগকারী কোম্পানী/এজেন্সিসমূহের জন্য তাদের প্রয়োজন মাফিক প্রশিক্ষণের জন্য ডেডিকেটেড টিটিসিতে অবকাঠামো সুবিধা প্রদান করে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে এবং এ ধরণের বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে।

❖ বিদেশে নারী কর্মীরা যাতে দূতাবাসের নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে প্রয়োজনীয় কল্যাণমূলক সেবা ও আশ্রয় পায় তা নিশ্চিতকল্পে সৌদিআরবসহ কয়েকটি দেশে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আশ্রয় গ্রহণকারীদের আবাসন, খাওয়া, চিকিৎসা সেবা, বিমান ভাড়া এবং আইনগত সেবা প্রদানের জন্য জনবল নিয়োগসহ প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে।

৪.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার সম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ এবং নারী উন্নয়নে এর প্রভাব

ক্রমিক নং	অগ্রাধিকার সম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নে প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
১	২	৩
১.	বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি	❖ বৈদেশিক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে রিক্রুটিং এজেন্সীসমূহের লাইসেন্স প্রদান, নিয়ন্ত্রণ, বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় কাজ করে থাকে। নতুন নতুন বাজার সম্প্রসারণ ও বিদ্যমান বাজারের সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। ❖ বৈদেশিক কর্মসংস্থানের হার বৃদ্ধির ফলে হংকং ও মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে নারীদের কর্মসংস্থানও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্ধিত হারে নারী কর্মীদের বিদেশে কর্মসংস্থানের ফলে অর্থনৈতিকভাবে নারীরা স্বাবলম্বী হচ্ছে। ফলে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নারীদের অবস্থান সুদৃঢ় হচ্ছে।
২.	মানব সম্পদ উন্নয়ন	❖ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ৬৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ৬টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজী রয়েছে। যেখানে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ ট্রেডগুলোর মধ্যে রয়েছে- অটোমোবাইল, নৌপ্রযুক্তি, ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি, ওয়েল্ডিং, টিভি ও ফ্রিজসহ ইলেকট্রনিক্স দ্রব্যাদি মেরামতকরণ, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, প্লম্বিং, পাইপফিটিং, গার্মেন্টস ইত্যাদি। এ সব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে একজন প্রশিক্ষণার্থী নিজেকে দক্ষকর্মী হিসেবে গড়ে তুলে নিজেকে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করতে পারে; ❖ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশসহ হংকং-এ মহিলা গৃহকর্মীদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে বিদেশে নারী কর্মীদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিদেশে গমনেচ্ছু নারী কর্মীদের নির্বাচন করে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে হাউজকিপিং, ভাষা শিক্ষাসহ অন্যান্য ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে তারা মানব সম্পদের পরিণত হচ্ছে। এতে নারী কর্মীদের যোগ্যতা ও দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে নিজেদের সুরক্ষা করার সামর্থ্য ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা সার্বিকভাবে নারী উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব রাখছে।
৩.	প্রবাসী বাংলাদেশীদের কল্যাণ	❖ বর্তমানে কল্যাণমূলক কার্যক্রমের মধ্যে প্রবাসীদের আইনগত সহায়তা, বিদেশী নিয়োগকারীর নিকট হতে মৃত কর্মীর ক্ষতিপূরণ আদায়, সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, বিপদগ্রস্ত কর্মীদের সহায়তা, স্বাস্থ্য সুবিধা, কর্মীদের কর্মস্থল পরিদর্শন, মৃত কর্মীর মরদেহ স্বদেশে প্রেরণসহ দাফনের

দিলীপ কুমার রায়
সহকারী পরিচালক

মোঃ রেজওয়ানুল হক চৌধুরী
উপ-পরিচালক

মোহাম্মদ [illegible]উর রহমান
যুগ্ম-সচিব
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ঢাকা।

		ব্যবস্থাসহ মৃত কর্মীদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে; ❖ প্রবাসীদের কল্যাণার্থে গৃহীত কার্যক্রমের সুফল নারী শ্রমিকরাও ভোগ করছে। এ সকল কল্যাণমূলক কার্যক্রমের ফলে একদিকে প্রবাসী নারী শ্রমিকদের পরিবারবর্গ উপকৃত হচ্ছে, অন্যদিকে প্রবাসে নারী কর্মীরা স্বাচ্ছন্দ্যে কর্মে নিয়োজিত থাকতে সক্ষম হচ্ছে। এর প্রভাবে দেশের অধিক সংখ্যক নারী কর্মী বিদেশে কর্মসংস্থানে উৎসাহিত হচ্ছে। ফলস্বরূপ নারী উন্নয়নসহ দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

৫.০ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ এবং মোট বাজেটে নারীর হিস্যা :

বিবরণ	বাজেট ২০১৬-২০১৭			সংশোধিত বাজেট ২০১৫-২০১৬			বাজেট ২০১৪-২০১৫			বাজেট ২০১৯-২০
	নারী হিস্যা			নারী হিস্যা			নারী হিস্যা			নারী হিস্যা
	বাজেট	নারী	শতকরা হার	সংশোধিত	নারী	শতকরা হার	বাজেট	নারী	শতকরা হার	মন্ত্রণালয় কর্তৃক পূরণযোগ্য
মোট বাজেট	৩,৪০,৬০৫	৯২,৭৬৫	২৭.২৪	২,৬৪,৫৬৫	৭১,৮৭১	২৭.১৭	২,৯৫,১০০	৭৯,০৮৭	২৬.৮	
মন্ত্রণালয়ের বাজেট	৫৬০	১৮১	৩২.৩৭	৪৭১	১০১	২১.৩৮	৪৩৯	৭৮	১৭.৭৫	
উন্নয়ন বাজেট	২৫৭	১৫৪	৫৩.৬৩	২৩৫	৭৬	৩২.২৭	২৫২	৫৯	২৩.৪৩	
অনুন্নয়ন বাজেট	২৭৩	২৮	১০.০৮	২৩৬	২৫	১০.৫১	১৮৭	১৯	১০.০৮	

সূত্রঃ আর.সি.জি.পি. ডাটাবেইজ

৬.০ বিগত ৩ বছরে নারী উন্নয়নে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI) সমূহের অর্জন:

কর্মকৃতি নির্দেশক	পরিমাপের একক	প্রকৃত অর্জন			মধ্য মেয়াদী লক্ষ্যমাত্রা		
		২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
মোট বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মধ্যে নারীর অংশগ্রহণ	%	১৬.১৫%	১৬.৩৯%	১৩.০৪%	১১.৯০%	১২,০৩%	১৩.২৪%
নারীকর্মী প্রেরণ	সংখ্যা (লক্ষ)	১.৪০	১.০৮	০.৪২	০.৭৫	০.৮০	০.৯০

৭.০ নারীর উন্নয়নে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাফল্যসমূহ :

❖ সম্প্রতি "প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি -২০১৬", বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী বিধিমালা-২০১৭ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (রিক্রুটিং এজেন্ট লাইসেন্স ও আচরণ) বিধিমালা, ২০১৯ প্রণয়ন করেছে। এ নীতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশী অভিবাসী শ্রমিকের বিদ্যমান সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম করে তোলা;

দিলীপ কুমার রায়
সহকারী পরিচালক

মোঃ রেজাউল হক চৌধুরী
উপ-পরিচালক

মোহাম্মদ আতাউর রহমান
যুগ্ম-সচিব
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ঢাকা।

- ❖ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ২৮টি শ্রম উইং এ ৭ জন মহিলা কর্মকর্তা পদায়ন করা হয়েছে, যা পদায়িত কর্মকর্তাগণের শতকরা ২৫ ভাগ;
- ❖ ওমান, কাতার, বাহরাইন, লেবানন, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে বিনা অভিবাসন ব্যয়ে নারী কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে।
- ❖ বিগত ২০১৫ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত বিদেশগামী নারী কর্মীর সংখ্যা ৫,৫০,২১২ জন। নারী কর্মীদের বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ এবং নিরাপদ অভিবাসনবান্ধব গৃহীত পদক্ষেপের ফলে বিদেশগামী নারী কর্মীর হার পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের ১৮.৫৭%, ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ১২.৪৮%, ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ১৬.১৫% এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ১৬.৩৯% এ উন্নীত হয়েছে।

- ❖ ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত বিদেশে প্রেরিত নারী কর্মীর সংখ্যা ৫৬১২৭ জন। উক্ত কর্মীগণ প্রধানত পোশাক শিল্পের অপারেটর, সুপারভাইজার, কোয়ালিটি চেকার, পার্সোনাল অফিসার, ইন্ডাস্ট্রিয়াল নার্স, হাউজ লিডার, গৃহকর্মী ইত্যাদি কর্মে নিয়োজিত রয়েছেন;

৮.০০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রতিবন্ধকতা/বাধাসমূহ (যদি থাকে) :

সৌদিআরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে সচিবসহ উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল বিদেশ সফর করেন। সরেজমিনে তথ্য অনুসন্ধান করে সৃষ্ট সমস্যার আলোকে দাখিলকৃত সুপারিশের ভিত্তিতে নারী উন্নয়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

৯.০ বিগত বছরে নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতির চিত্র :

ক্রমিক নং	বিগত বছরের সুপারিশকৃত কার্যাবলি	অগ্রগতি
১	নারী শ্রমশক্তির শিক্ষিত ও নিরক্ষর উভয় অংশের কর্মসংস্থানের জন্যে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা;	বিদেশে শ্রম বাজার অনুসন্ধানে লব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে নারী শ্রমশক্তির শিক্ষিত ও নিরক্ষর উভয় অংশের কর্মসংস্থানের জন্যে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গার্মেন্টস কর্মী, সুপারভাইজার, নার্স, ওডাক্তারসহ প্রভৃতি শোচনীয় পেশায় কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে।
২	নারীর বৈদেশিক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে কারিগরি ও শ্রমবাজারের চাহিদা সম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;	নারীসহ দক্ষ কর্মী সৃষ্টির লক্ষ্যে ৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। ৬৪টি জেলায় টিটিসি-তে হাউজ কিপিং পেশায় বিদেশগামী নারী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
৩	নারীদের জন্য বিদেশ গমনের বিষয়াবলি সহজ করা এবং কম খরচে নারীদের জন্য বিদেশ গমনের ব্যবস্থা করা;	ওমান, কাতার, বাহরাইন, লেবানন, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে বিনা অভিবাসন ব্যয়ে নারী কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে। এছাড়া বিদেশ গমনেচ্ছু নারীদের সাক্ষাতকার গ্রহণের মাধ্যমে নারী কর্মী নির্বাচন করা হয়ে থাকে। বিদেশগামী নারীদের এক মাসের প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
৪	প্রবাসী নারীদের জন্য ডাটা বেইজ প্রণয়ন করা এবং প্রবাসী নারীদের অবস্থা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা;	নারীকর্মীসহ রিটার্ণী মাইগ্রান্টসদের জন্য আইওএম এর মাধ্যমে আপগ্রেডেড ডাটাবেজ সফটওয়্যার ডেভেলপ প্রক্রিয়াধীন।

দিলীপ কুমার রায়
সহকারী পরিচালক

মোঃ রেজওয়ানুল হক চৌধুরী
উপ-পরিচালক

মোহাম্মদ আতাউর রহমান
যুগ্মসচিব
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ঢাকা।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৫	নিয়োগকারী দেশের আইন অনুযায়ী বিদেশে কর্মরত মহিলা কর্মীদের বেতন ভাতাসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতকরণ;	বহির্গমন প্রদান কালে নারীর বয়স, ভিসা ও চাকুরীর চুক্তি পত্র নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা পরই বহির্গমন ছাড়পত্র ইস্যু করা হয়ে থাকে। নারী কর্মীদের জন্য বিএমইটিতে অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল চালুকরা হয়েছে। এ ছাড়া দূতাবাসের মাধ্যমে নারীর কর্মস্থল তদারকী, চুক্তিমোতাবেক চাকুরী ও বেতন ভাতাসহ থাকা, খাওয়ার সুবিধাসহ যাবতীয় অধিকার সংরক্ষণ ও নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।
৬	মহিলা কর্মীদের বিদেশে প্রেরণের ব্যাপারে সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;	জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক জেলা প্রশাসন ও বিএমইটির অধিন জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস এবং টিটিসি'র মাধ্যমে সচেতনতামূলক কর্মসূচি ও লিফলেট বুকলেট বিতরণ করা হচ্ছে।
৭	মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য হ্রাস করার লক্ষ্যে ডাটা ব্যাংক থেকে নারী কর্মী প্রেরণ নিশ্চিতকরণ।	বিদ্যমান ডাটাবেজের আপগ্রেডসহ বৈদেশিক কর্মসংস্থানে আগ্রহী দক্ষ, আধাদক্ষ স্বল্প দক্ষ নারীকর্মীদের রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম, তদারকি, রিক্রুটিং এজেন্সি/নিয়োগকর্তার নিকট কর্মীদের ডাটা সরবরাহ, ডাটাব্যাংকে কর্মীর নিবন্ধন কার্যক্রম মনিটরিং, বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্যোগ গ্রহণ প্রভৃতি কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১০.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ :

১. অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম রোধকল্পে প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণসহ বিদেশগমনেচ্ছু নারী-পুরুষ কর্মীদের বহির্গমন ছাড়পত্র তথা স্মার্টকার্ড প্রদান কার্যক্রম জেলা পর্যায়ে বিকেন্দ্রিকরণ, অধিকহারে কর্মী গমনকারী জেলাসমূহের সর্বোচ্চ অভিবাসন ব্যয় ধার্য, সরকারি পর্যায়ে অধিকহারে নারী-পুরূষ কর্মী প্রেরণ এবং দক্ষ কর্মী প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ;

২. সরকারের নির্বাচনী ইস্তেহার অনুযায়ী প্রতিটি উপজেলা হতে প্রতি বছর গড়ে ১ হাজার জন যুব ও যুব মহিলা কর্মী প্রেরণ;

৩. শ্রম বাজার গবেষণা অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত, পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন এবং বিদেশ গমনেচ্ছু নারী-পুরুষ কর্মীদের সচেতনতাবৃদ্ধির লক্ষ্যে সমন্বিত ও ব্যাপক প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪. নতুন নতুন শ্রম বাজার আন্বেষণ অব্যাহত রাখা, দক্ষতা উন্নয়নে বিএমইটি'র কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রশিক্ষণ প্রদানে আন্তর্জাতিক মানসম্মত পর্যায়ে উন্নীতকরণ;

৫. উপজেলা পর্যায়ে সৃষ্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে অধিক সংখ্যক নারী কর্মীর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৬. প্রবাসে কর্মরত নারী কর্মীদের কর্মপরিবেশ, নিরাপত্তা, বেতন-ভাতাদি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাদির নিশ্চিতকরণে গন্তব্য দেশের সরকার/নিয়োগকারীদের সাথে নিবিড় যোগাযোগপূর্বক কর্মপন্থা নির্ধারন ও বাস্তবায়ন।

দিলীপ কুমার রায়

মোঃ রেজওয়ানুল হক চৌধুরী
উপ-পরিচালক

মোহাম্মদ আতাউর রহমান
যুগ্ম-সচিব
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ঢাকা।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার